কিরাতার্জুনীয়মের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু

অষ্টাদশ সর্গে রচিত "কিরাতার্জুনীয়ম" মহাকাব্যের বিষয়বস্তুটি হল - কপট পাশা খেলায় হৃতসর্বস্ব যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে বসবাস কালে দুর্যোধনের প্রজাপালন পদ্ধতি জানার জন্য এক বনেচরকে নিযুক্ত করেছিলেন | সেই বনেচর ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে শত্রুরাজা দুর্যোধনের রাজ্য প্রবেশ করে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কুটিল দুর্যোধনের কূটনৈতিক সমস্ত কৌশল সহ তাঁর রাজ্যপ্রতিষ্ঠার মূল প্রজাশাসনপদ্ধতি সম্যকরূপে অবগত হয়ে দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরকে সব-ই নিবেদন করে | যুধিষ্ঠির অতঃপর বনেচর কর্তৃক দুর্যোধনের সমূহ বৃত্তান্ত দ্রৌপদীর সমক্ষে ভ্রাতাদের অবহিত করান | দুর্যোধনের কথা শোনা মাত্র বীরজায়া তেজস্বিনী দ্রৌপদী শত্রুকৃত অপমানের বেদনায় শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করে কিছু কথা বলেন এবং ভীমসেন দ্রৌপদীর কথাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন | যুধিষ্ঠির পত্নীসহ ভ্রাতাদের আশ্বস্ত করেন | এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস সেখানে উপস্থিত হন | ব্যাসদেব অর্জুনকে মহাবিদ্যা দান করে- বিশেষশক্তি অর্জনের জন্য ইন্দ্রকিলপর্বতে ইন্দ্রের তপস্যায় যেতে উপদেশ দেন | এরপর কবি ইন্দ্রকিল পর্বতের উদ্দেশ্যে অর্জুনের যাত্রাপথের মনোরম শরত শোভা বর্ণনা করেছেন | অর্জুন ইন্দ্রকিল পর্বতে আগমন করে গুহ্যকদের উপদেশ প্রাপ্ত হন | অর্জুনের কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে গুহ্যকদের অনুরোধে ইন্দ্র অর্জুনের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে অপ্সরাদের প্রেরণ করেন | অপ্সরাগণ ইন্দ্রকিল পর্বতে এসে বনবিহার ও জলকেলি করতে থাকেন | রাত্রিকালে অপ্সরাদের মদিরাপান ও কামক্রীড়াদি নিপুণহস্তে কবি বর্ণনা করেছেন | শেষ পর্যন্ত অপ্সরাগণ অর্জুনকে প্রলুব্ধ করতে না পেরে পলায়ন

করলে ইন্দ্র মুনিবেশ ধারণ করে তপস্যারত অর্জুনের নিকট আসেন এবং আশীর্বাদ করে মহাদেবের তপস্যা করার উপদেশ দেন | এরপর অর্জুনের কঠোর তপস্যায় ভীত ঋষিদের প্রার্থনায় শিব আশ্বাস দেন যে তিনি কিরাতবেশে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন | অর্জুন শিবের তপস্যায় রত থাকলে এক বন্য বরাহ তাঁর প্রতি ধাবিত হয় | বরাহটি কিরাতের ছদ্মবেশী শিব ও অর্জুনের বাণে একই সঙ্গে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে | শরটি আনতে গেলে কিরাতরূপী শিবদূতের সঙ্গে অর্জুনের বচসা হয় | কিরাতসৈন্যের সাথে অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হয় | কিরাতসৈন্যেরা বিধস্ত হয়ে ফিরে গেলে পর কিরাতরূপী শিব সহ কিরাত সৈন্য ও অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয় | এই যুদ্ধে শিব ও অর্জুন পরস্পর দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করে | শেষ পর্যন্ত অর্জুন পরাস্ত হন | অর্জুন গাছের গুড়ি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা যুদ্ধ করে ব্যর্থ হলে শিব ও অর্জুনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হয় | যুদ্ধরত শিবের উপর লাফিয়ে তাঁর পা ধরলে অর্জুনের প্রতি শিব প্রসন্ন হন এবং স্বরূপ প্রকাশ করেন | তারপর শিব সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র এবং ধনুর্বিদ্যা দান করেন | অন্যান্য দেবতারাও অর্জুনকে নানাবিধ অস্ত্র দান করেন | ইষ্টসিদ্ধির পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে আসেন |